যায়যায়দিন

তারিখ ... 5 JUL 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৫ ...

আবারো উত্তপ্ত হচ্ছে জবি

জবি প্রতিনিধি

বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১২-১৩ অর্থবছরের বাজেট ও সংসদে উত্থাপিত সংশোধিত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আইন ইস্যুতে আবারো উত্তপ্ত হয়ে উঠছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা বিশেষত প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনগুলো ইতোমধ্যে বিভিন্ন আন্দোলন কর্মসূচি গ্রহণ ও বিবৃতি প্রদান করছেন। একই ধরনের অভিমত ব্যক্ত করেছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরাও।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, নতুন অর্থবছরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ৩৩ কোটির সামান্য বেশি টাকার বাজেট পরিকল্পনা করা হচ্ছে। চলতি মাসে সিন্ডিকেটে বাজেট পাস হওয়ার কথা রয়েছে। গত অর্থবছর এ বাজেটের পরিমাণ ছিল ২৯ কোটি ৯৮ লাখ টাকা।

হাজারো সমস্যায় জর্জরিত ছাত্র সংখ্যায় দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম এ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এ বাজেট খুবই সামান্য। বিভিন্ন সঙ্কট নিরসনে দিনের পর দিন শিক্ষার্থীরা আন্দোলন কর্মসূচি দিতে বাধ্য হচ্ছেন বলে মনে করেন ছাত্র সংগঠনের নেতারা। জবি শাখা সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে গত সোমবার তাদের নানা কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় তারা ক্যাম্পাসে বুধবার বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ ছাড়াও উপাচার্য বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করে।

সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের নেতারা আবাসন সমস্যার সমাধানে হল নির্মাণ, শিক্ষক ও পরিবহন সঙ্কট নিরসন, বাংলাদেশ ব্যাংক সদরঘাট শাখা, জজকোর্ট, জেলা প্রশাসন কার্যালয় অন্যত্র স্থানান্তর ও ক্যান্টিনে ভর্তুকি দেয়াসহ ১২ দফা দাবি তুলে ধরেন।

এ ছাড়া ছাত্র সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, সংসদের চলতি অধিবেশনে ২ জুলাই উত্থাপিত জবি আইনের নিজস্ব আয়ে চলার বিধানের ২৭/৪ ধারার সংশোধনী বিলে শিক্ষার্থীদের দাবির প্রতিফলন ঘটেনি। উত্থাপিত বিলে বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্প বাস্তবায়িত হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব উৎস থেকে আয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে সরকার ও মঞ্জুরি কমিশনের বরাদ্দকৃত অর্থ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় তার ব্যয় নির্বাহ করবে। এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে পৌনঃপুনিক ব্যয় নির্বাহে ক্রমান্বয়ে নিজস্ব আয় বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে এমন শর্তও আরোপ করা হয়েছে।

সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের জবি শাখার সাধারণ সম্পাদক মাসুদ রানা বলেন, অভ্যন্তরীণ আয় বৃদ্ধির নামে শিক্ষার্থীদের ওপর বেতন বৃদ্ধির বোঝা চাপানো যাবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় রাষ্ট্রকেই বহন করতে হবে।

২৭/৪ ধারায় অভ্যন্তরীণ আয় বৃদ্ধির যে প্রস্তাব করা হয়েছে তা বাতিল করার দাবি জানানো হয় সংগঠনের এক বিবৃতিতে। এ দাবিতে ক্যাম্পাসে প্রচারণা চালানোসহ শিক্ষার্থীদের সচেতন করে তোলার কর্মসূচি পালন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সঙ্কট নিরসনে ১৮ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ঘেরাও কর্মসূচি পালন করবে সংগঠনটি।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্র ইউনিয়ন গত সেপ্টেম্বর মাসে জবি ছাত্র বিক্ষোভের কর্মসূচি পালন করতে গিয়ে ১৮ ছাত্রের নামে শাহবাগ থানায় করা মামলা থেকে শিক্ষার্থীদের বাদ দেয়ার দাবি জানিয়েছে। বুধবার এক সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে এ দাবি জানান সংগঠনের প্রচার সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম সজীব।